

**বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট,
হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।**
(২০২২ ইং সনের ২৬৬ নং গঠনবিধি)

আমি এতদ্বারা নির্দেশ করিতেছি যে, আগামী তরা জুলাই, ২০২২খ্রীঃ তারিখ রোজ
রবিবার হইতে ১৯শে জুলাই, ২০২২খ্রীঃ তারিখ রোজ মঙ্গলবার পর্যন্ত হাইকোর্ট বিভাগের
বিচারকার্য পরিচালনার জন্য নিম্নে উল্লেখিত অবকাশকালীন বেদ্ধসমূহ আংশিক সংশোধন পূর্বক
গঠন করা হইল :

**১। বিচারপতি খিজির আহমেদ চৌধুরী
এবং
বিচারপতি মোঃ জাকির হোসেন**

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য অতীব জরুরী ভ্যাট, সম্পূরক শুল্ক,
কাস্টমস ও ইনকামট্যাক্ষা সহ সকল প্রকার রীট মোশন ও তৎসংক্রান্ত শুনানী; ২০০৯ ইং সনের
ট্রেডমার্ক আইনের অধীনে আপীল; ১৯১১ইং সনের পেটেন্ট ও ডিজাইন আইনের ৫১(ক) এবং
২৬(খ), (গ), (ঘ) ও (ঙ) ধারামতে আবেদনপত্র ও আপীল; মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক
আইন, ২০১২ এর ১২৪ ধারা মোতাবেক রিভিশন/আপীল সহ মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১-এর
ধারা ৪২(১) (গ) ক্ষমতাবলে এ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত বা আদেশের বিরুদ্ধে
আপীল; আয়কর রেফারেন্স মোকদ্দমা ও আয়কর সংগ্রহণ রীট; কাস্টমস এ্যাস্ট, ১৯৬৯-এর ধারা
১৯৬ডি অনুযায়ী আপীল শুনানী; হাইকোর্ট বিভাগ ও উহার অধীনস্থ আদালত সমূহের অবমাননার
অভিযোগপত্র গ্রহণ করিবেন এবং উপরোক্তিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রূল ও আবেদনপত্র গ্রহণ এবং
শুনানী করিবেন।

**২। বিচারপতি ভীষ্মদেব চক্ৰবৰ্তী
এবং
বিচারপতি এস, এম, মনিরুজ্জামান**

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য অতীব জরুরী ভ্যাট, সম্পূরক শুল্ক,
কাস্টমস ও ইনকামট্যাক্ষা সহ সকল প্রকার রীট মোশন ও তৎসংক্রান্ত শুনানী; ২০০৯ ইং সনের
ট্রেডমার্ক আইনের অধীনে আপীল; ১৯১১ইং সনের পেটেন্ট ও ডিজাইন আইনের ৫১(ক) এবং
২৬(খ), (গ), (ঘ) ও (ঙ) ধারামতে আবেদনপত্র ও আপীল; মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক
আইন, ২০১২ এর ১২৪ ধারা মোতাবেক রিভিশন/আপীল সহ মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১-এর
ধারা ৪২(১) (গ) ক্ষমতাবলে এ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত বা আদেশের বিরুদ্ধে
আপীল; আয়কর রেফারেন্স মোকদ্দমা ও আয়কর সংগ্রহণ রীট; কাস্টমস এ্যাস্ট, ১৯৬৯-এর ধারা
১৯৬ডি অনুযায়ী আপীল শুনানী এবং উপরোক্তিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রূল ও আবেদনপত্র গ্রহণ এবং
শুনানী করিবেন।

ঝুঁ/-

**প্রধান বিচারপতি
বাংলাদেশ**

তারিখ: ০২/০৭/২০২২ইং

প্রচারের জন্য :-

- ১। বিচারপতি খিজির আহমেদ চৌধুরী
- ২। বিচারপতি ভীষ্মদেব চক্ৰবৰ্তী
- ৩। বিচারপতি এস, এম, মনিরুজ্জামান
- ৪। বিচারপতি মোঃ জাকির হোসেন